

মনীষী চরিত

মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরাযশী

-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*

বাঙ্গালী মুসলমানদেরকে ইসলামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করার জন্য বিংশ শতাব্দীর ষাট দশক পর্যন্ত যে সকল প্রতিভাধর মনীষী দক্ষ হাতে লেখনী এবং সংগঠন পরিচালনা করে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর প্রচার ও প্রতিষ্ঠা কল্পে নিজেদের অমূল্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের মধ্যে মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী ছিলেন অন্যতম। নিম্নে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচিত হ'ল।

জন্ম ও বংশ পরিচয়ঃ মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী বর্তমান বাংলাদেশের দিনাজপুর যেলাধীন পার্বতীপুর সদর থানার খোলাহাটি রেল স্টেশনের নিকটবর্তী 'বতীর আড়া' পরবর্তী নাম 'নুরুল হুদা' গ্রামে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।^১ পিতা সৈয়দ আব্দুল হাদী দিল্লীর মিয়া নাথীর হুসাইন দেহলভী (১২২০-১৩২০/১৮০৫-১৯০২) -এর শেষের দিকের ছাত্র ছিলেন এবং সেই সূত্রে তিনি 'আহলেহাদীছ' হন। পিতামহ সৈয়দ রাহাত আলী এবং প্রপিতামহ সৈয়দ বাকের আলী চট্টগ্রাম জর্জ কোর্টের উকিল ছিলেন।^২ পিতৃকুলে তিনি চট্টগ্রাম যেলার রাউজান থানার অন্তর্গত সুলতানপুর গ্রামের সৈয়দ খোশহাল মুহাম্মাদ-এর সাথে এবং মাতৃকুলে পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান যেলাধীন রসুলপুর পরগনার 'টুবা' গ্রাম নিবাসী পীর শাহ দিরাসাতুল্লাহর সাথে সম্পর্কিত। এই পীর হযরত আবুবকর হিন্দীক (রাঃ)-এর বংশধর বলে পরিচিত। মাওলানার মা উম্মে সালমা ছিলেন তাঁর পৌত্রী। ফুরফুরার পীর আবুবকর হিন্দীকও একই বংশোদ্ভূত।^৩

* বি.এ. (জনার্স), এম.এ. শেষ বর্ষ ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ, ডক্টরেট থিসিস (হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ ইং) পৃঃ ৪৬৯; বাংলাদেশের খাতনামা আরবী বিদ, পৃঃ ৬৩; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রথম খণ্ড (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯ ইং) পৃঃ ১৩।
২. মুহাম্মাদ আব্দুল হক, মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ) জীবনী, সমাজসেবা ও সাহিত্যকর্ম। মুদ্রিত ডক্টরেট থিসিস (ডিসেম্বর ১৯৯৪ ইং) পৃঃ ৭৭; মাসিক তজ্জমানুল হাদীছ, ৮ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা (ঢাকাঃ জানুয়ারী ১৯৫৯ ইং) পৃঃ ৩০৯-১০।
৩. আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ, পৃঃ ৪৬৯।

পিতা সৈয়দ আব্দুল হাদী দিল্লীতে শিক্ষা শেষে বাড়ী ফিরলে স্বীয় পিতা ও সহোদরগণ সহ্য না করায় এক রাতে জন্মভূমি হ'তে বিদায় নিয়ে গোপনে পশ্চিম বঙ্গের হুগলী গমন করেন ও সেখানে স্বীয় এক জ্ঞাতি চাচা মাওলানা আব্দুল কাদের-এর নিকটে আশ্রয় পান ও পরে তাঁর জামাতা হন। কিছুদিনের মধ্যে স্ত্রী মারা গেলে তিনি বর্ধমান যেলার রসুলপুর পরগনার 'টুবা' গ্রাম নিবাসী গদীনশীন পীর দিরাসাতুল্লাহর পৌত্রী উম্মে সালমার সাথে বিবাহিত হন। মাওলানা কাফী ছিলেন তাঁরই গর্ভজাত সন্তান।^৪

শিক্ষা জীবনঃ শৈশব কালে তিনি স্বীয় মাতা উম্মে সালমার নিকট প্রাথমিক উর্দু-ফার্সী পুস্তক ও ফিকহে মুহাম্মাদী শিক্ষা লাভ করেন। মাত্র ৬ বৎসর বয়সে তাঁর পিতৃ বিয়োগ ঘটলেও পিতার নিকট কিছুটা প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তিনি নিজেই তাঁর পিতার জীবনী রচনায় লিখেছেন- 'আমি তাঁর কাছ থেকে গুলিস্তা ও বুলগুল মারামের কিংবদন্তি তরজমা অধ্যয়ন করার সুযোগ লাভ করেছিলাম'।^৫ পিতার মৃত্যুর পর তিন বৎসর পর্যন্ত তিনি পিতার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় অধ্যয়ন করেন। ৯ বৎসর বয়সে তিনি রংপুর শহরের কৈলাশ রঞ্জন হাইস্কুলে ভর্তি হন। কয়েক বৎসর পর তিনি হুগলী গমন করেন। হুগলী যেলা স্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে তিনি কলকাতা মাদরাসায় ভর্তি হন। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করার পর তিনি কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স মিশনারী কলেজে আই, এ/আই, এস, সি সংযুক্ত কোর্স নিয়ে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর একই কলেজে বি,এ, পাঠ রত অবস্থায় ব্রিটিশ বিরোধী 'অসহযোগ আন্দোলনে' যোগ দেন ও ছাত্র জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটান।^৬

কর্ম জীবনঃ কর্ম জীবনের শুরুতে তিনি কলকাতার মাওলানা আবুল কালাম আযাদের (১৮৮৮-১৯৫৮ খৃঃ) 'আল-হেলাল' (১৯১২-১৪ খৃঃ) ও পরে 'আল-বালাগ' (১৯১৫-১৬ খৃঃ) পত্রিকায় যোগ দেন।^৭

১৯২১ সালে তিনি মাওলানা আকরাম খাঁর উর্দু দৈনিক 'যামানার' সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেন। ১৯২৪ সালের ২৯শে নভেম্বর মোতাবেক ১লা জুমাদাল উলা ১৩৪৩ হিঃ মোতাবেক ১৪ই অগ্রহায়ণ ১৩৩১ সালে নিজ সম্পাদনায় কলিকাতা হ'তে বাংলা সাপ্তাহিক 'সত্যপ্রসারী' বের করেন,

৪. মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান, আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী (ঢাকা, ১৯৮৩) পৃঃ ২-৪।
৫. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩; এ.এইচ.এম, শামসুর রহমান মিল্লাতে মুসলিমার ঐতিহাসিক খিদমত প্রসিদ্ধ তিন পুরুষ ব্যাপী (এপ্রিল ১৯৯৫ ইং) পৃঃ ১১।
৬. আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ, পৃঃ ৪৬৯; আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী, পৃঃ ৫-৬।
৭. আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ, পৃঃ ৪৬৯।

যা প্রায় তিন বছর চলে। ১৯৪৯ সালের ২৭শে মে মোতাবেক মুহাররম ১৩৬৯ হিজরী পাবনা হ'তে উচ্চাংগের মাসিক 'তর্জুমানুল হাদিছ' প্রকাশ করেন, যা তাঁর মৃত্যুর পরেও ১৯৭০ সাল পর্যন্ত জারী ছিল। ১৯২৬ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর (১৮৯২-১৯৬৩ খৃঃ) 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট মুসলিম পার্টি'র সেক্রেটারী হন। ১৯৩০ সালে মাওলানা আবুল কালাম আযাদের 'মুসলিম ন্যাশনালিস্ট পার্টি' এবং ১৯৩৫ সালে এ.কে. ফযলুল হকের (১৮৭৩-১৯৬২) 'কৃষক-প্রজা পার্টি'তে সক্রিয় কর্মী হিসাবে যোগদান করেন।^৮

১৯২৭ সালে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এক অগ্নি বরা বক্তৃতা দেয়ার ফলে মাওলানা কাফীকে প্রথম কারাবরণ করতে হয়। ১৯৩২ সালে ১৪ই ফেব্রুয়ারী তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের দমন নীতির বিরুদ্ধে দিনাজপুর নিমতলার বট গাছের গোড়ায় ভাষণ প্রদান কালে তিনি বলেন, 'যারা বলেন, মুসলমানরা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেনি, তারা মিথ্যাবাদী। আমি ব্রিটিশ সরকারের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে তার আইন অমান্য করছি'।^৯ এই ভাষণের পর তিনি পুনরায় পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হয়ে দিনাজপুর জেলে বন্দী হন।

হজ্জব্রত পালনঃ ১৯৪১ সালে হজ্জব্রত পালনের জন্য তিনি পবিত্র মক্কা মো'আযযামায় যান। মক্কার তদানীন্তন গভর্ণর আমীর ফয়ছাল কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট অতিথিদের সংবর্ধনা সভায় তিনি আমন্ত্রিত মেহমান হিসাবে উর্দু ভাষায় চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা করে সকলকে চমকুত করেন। বাদশা কর্তৃক বহু মূল্যবান প্রসুরাজি দ্বারা তিনি পুরস্কৃত হন।^{১০} ১৯৪২ সালে হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি সক্রিয় রাজনীতি হ'তে অবসর গ্রহণ করেন।^{১১}

ইসলামের খিদমতঃ মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী মুসলিম জাতিকে শিরক ও বিদ'আত তথা অনৈসলামিক ভাবধারা ও ক্রিয়া কলাপের কবল থেকে তাওহীদ ও রিসালাতের অবিমিশ্র আদর্শের দিকে আহবান জানাতে থাকেন। তিনি বলেন, 'এ দেশের মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশদের শোষণ, নির্যাতন ও তথাকথিত পীরবাদের অনাচার এক সময়ে আমাকে জাতির স্বার্থে পাগল করে তুলেছিল'।^{১২}

তিনি সমাজের সকল প্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। রাজশাহী যেলার চারঘাট থানার রোস্তুমপুর হাটের পাশ্বেবর্তী ১৭টি গ্রামের হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীদের এক প্রতিবাদ সভায় দীর্ঘ ৫ ঘণ্টা ব্যাপী এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। তাঁর এই কঠোর বক্তব্যের ফলে গণিকালয়ের আশু অপসারণ সম্ভব হয়।^{১৩} ১৯৩৪ সালে গাইবান্ধায় কাদিয়ানীদের মোকাবিলায় অনুষ্ঠিত এক বির্তকে তাঁর বিদ্যা ও যুক্তিবাদীতার সামনে কাদিয়ানী মৌলভী পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। ফলে গাইবান্ধার মাটি চিরদিনের জন্য কাদিয়ানী ফেৎনা হ'তে মুক্ত হয়। ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে পাবনা শহরে একটি বিদেশী সার্কাস কোম্পানী অর্ধোলঙ্গ নর্তকীর নির্লজ্জ নৃত্য দ্বারা মুসলমানদের সম্পদ ও ঈমান ধ্বংসের যে চক্রান্ত করেছিল মাওলানা তার বিরুদ্ধে সোচ্চার ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।^{১৪}

তিনি ন্যায় ও সত্যের পথে আজীবন সংগ্রাম ও সাধনা করে গেছেন। তিনি বলেন, 'উদ্দেশ্যের পথে বাধা-বিপত্তি যত কঠিনই হোক না কেন, সত্যের সাধক অবিচল হিযত নিয়ে অগ্রসর হ'তে পারলে সমস্ত বাধা-বিপত্তি বিলীন হয়ে যেতে বাধ্য এ দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ তাকে করতেই হবে'।^{১৫}

১৯৪০ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত নিখিল-ভারত মুসলিম কনফারেন্সে তিনি বাংলার আযাদী আন্দোলনের অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন। উক্ত কনফারেন্সে উর্দু ভাষায় এমন এক মর্মস্পর্শী ভাষণ দান করেন যাতে দিল্লীর সুধী সমাজ বিস্ময়াভিভূত হয়ে মন্তব্য করেন 'বাঙ্গালীরাও এ ধরনের বক্তৃতা দিতে পারেন'।^{১৬}

আহলেহাদীছ আন্দোলনে তাঁর অবদানঃ মাওলানা কাফী আহলেহাদীছ আন্দোলনের মাধ্যমে শতধা বিভক্ত মুসলিম জাতিকে একটি সম্মিলিত জাতিতে পরিণত করায় ব্রতী ছিলেন। তাই আহলেহাদীছদের পটভূমি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ কোন দল বা ফির্কার নাম নয়, বরং ফির্কা ও দল বন্দীর নিরসন কল্পে এবং বিচ্ছিন্ন মুসলিম সমাজকে এক ও অভিন্ন মহাজাতিতে পরিণত করার জন্য এর উত্থান হয়েছে'।^{১৭}

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সুমহান শিক্ষা ও আদর্শকে মুসলিম সমাজে প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে 'তর্জুমানুল হাদিছ'-এর যাত্রা শুরু হয়। তিনি মুসলিম সমাজ হ'তে ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বী জাহেলী রীতি-নীতি তথা বহু

৮. প্রাণ্ডু, পৃঃ ৪৭০।

৯. মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ) জীবনী, সমাজ চিন্তা ও সাহিত্য কর্ম, পৃঃ ১১০।

১০. সাপ্তাহিক আরাফাত, ঢাকাঃ ১১ই জুলাই ১৯৬৬, পৃঃ ৫।

১১. আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ, পৃঃ ৪৭০।

১২. মুহাম্মাদ এমদাদুল হক, 'অনন্য সাধারণ প্রতিভা, সাপ্তাহিক আরাফাত, ঢাকাঃ ২রা জুলাই ১৯৬২ পৃঃ ২।

১৩. প্রাণ্ডু, পৃঃ ১৪২।

১৪. মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ) জীবনী, সমাজ চিন্তা ও সাহিত্য কর্ম, পৃঃ ১৫৮।

১৫. প্রাণ্ডু, পৃঃ ১৮৭।

১৬. প্রাণ্ডু, পৃঃ ১৪৮।

১৭. তদেব।

ঈশ্বরবাদ, সন্ন্যাসবাদ, অদ্বৈতবাদ, নিরীশ্বরবাদ বা নাস্তিকতা প্রভৃতি আনৈসলামিক পদ্ধতি উৎখাতের কর্মসূচী ঘোষণা করেন এবং ধরারবুকে টিকে থাকার শেষ দিন পর্যন্ত এ সাধনায় নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্যাপৃত থাকেন। জীবনের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ সময় সক্রিয় রাজনীতির ডামাডোলে ব্যস্ত থাকলেও রাজনীতি তাঁকে গ্রাস করতে পারেনি। তিনি সকল ইসলামী দলকে একটি শক্তিশালী ফ্রন্টে একীভূত হয়ে ইসলাম বিরোধীদের সঙ্গে জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ার আহবান জানিয়েছিলেন। বাংলা ও আসামের আহলেহাদীছ অধ্যুষিত বিরাট জনপদকে একটি একীভূত সামাজিক শক্তিতে পরিণত করার জন্য তিনি চেষ্টা করতেন। ১৯৪৬ সালে রংপুরের হারাগাছে তাঁর উদ্যোগে বিরাট আহলেহাদীছ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে তাঁকে সভাপতি করে 'নিখিলবঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদীছ' গঠিত হয়। দেশ বিভাগের পূর্বে পূর্ব পাক জমঈয়তে আহলেহাদীছ বর্তমানে 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীছ' নামে পরিচিত। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই সংগঠনের সভাপতি ছিলেন।^{১৮}

মাওলানা কাফীর ওয় ও সর্বশেষ পত্রিকার নাম 'সাণ্টাহিক আরাফাত'। পত্রিকাটি ১৯৫৭ সালের ৭ই অক্টোবর, সোমবার ৮৬ নং কাজী আলাউদ্দীন রোড ঢাকা থেকে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। যা বর্তমানে 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীছ'-এর একমাত্র মুখপত্র হিসাবে চালু আছে।^{১৯}

সাহিত্য সাধনাঃ সাহিত্যাকাশে তিনি ছিলেন উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায়। ১৯৪৯ সালের অক্টোবর হ'তে ১৯৫৯ সালের নভেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ দশ বছর ছিল তাঁর সাহিত্য সাধনার স্বর্ণযুগ।^{২০} তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'ফিরকা বন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি' ও 'নবুঅতে মুহাম্মাদী' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বাংলা, ইংরেজী ও উর্দু ভাষায় তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ বের হয়।^{২১}

এযাবৎ তাঁর প্রকাশিত বই ও পাণ্ডুলিপির সংখ্যা দাড়িয়েছে ২৩ খানা এবং অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ৩১ খানা। তন্মধ্যে আরবী ভাষায় ১২ খানা, উর্দু ভাষায় ১২ খানা, বাংলা ভাষায় ৬ খানা ও ইংরেজীতে ১ খানা। দীর্ঘ আট বছরের সাধনালব্ধ ৫১৪ পৃষ্ঠার সুবহুৎ সূর্যায় ফাতিহার তাফসীরকে তাঁর জীবনের সেরা কীর্তি হিসাবে আখ্যায়িত

করা চলে। যা এখনও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।^{২২} তাঁর সাহিত্য সেবা ও গবেষণা সমৃদ্ধ মৌলিক রচনাবলীর জন্য তিনি ১৯৬০ সালে বাংলা একাডেমী কর্তৃক ২ হাজার টাকা পুরস্কার ও একাডেমীর সম্মান সূচক সদস্যপদ লাভ করেন।^{২৩}

তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহঃ দ্বীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা ছিল তাঁর পারিবারিক ও বংশীয় ঐতিহ্য। তিনি বিভিন্ন স্থানে ৬টি দ্বীন মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন তন্মধ্যে ৩টি মাদরাসা আজও বিদ্যমান আছে। এগুলো হচ্ছে-

জামালপুর যেলার বালিজুড়ী এস.এম. সিনিয়ার মাদরাসা এবং সিরাজগঞ্জ যেলাধীন কামারখন্দ টাইটেল মাদরাসা। (দুইটিই সম্ভবতঃ ১৯২৮ সালে) এবং ঢাকায় ৯৪ কাজী আলাউদ্দীন রোডে ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত 'মাদরাসাতুল হাদীছ'। তিনটি মাদরাসাই অদ্যাবধি চালু আছে।^{২৪}

ইন্তেকালঃ দ্বীন ও জাতির খিদমতে নিবেদিত প্রাণ 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি চিরকুমার মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী ১৯৬০ সালের ৪ঠা জুন মোতাবেক ১৩৭৯ হিজরীর ৮ই যিলহজ্জ ও ১৩৬৭ সালের ২১শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার ভোর ৪টা ৩০ মিনিটে আল্লাহর আহবানে সাড়া দিয়ে এই নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)।^{২৫} জন্ম স্থান 'নূরুল হুদা'য় পিতা-মাতার কবরের সন্নিকটে এবং ভ্রাতার কবরের পশ্চিম পার্শ্বে তাকে দাফন করা হয়।^{২৬}

উপসংহারঃ পরিশেষে আমরা বলতে পারি মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সম্পাদক, সংগঠক, বাগী, তর্কিক, সমাজ সংস্কারক ও ইসলামী চিন্তাবিদ। তিনি তাঁর অর্জিত জ্ঞান, সুন্দর জীবনের সকল রস সুখা বিন্দু বিন্দু করে জাতির উদ্দেশ্যে নিঃসৃত করে দিয়েছেন। মিল্লাতের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে জীবনের স্বার্থকতা খুঁজেছেন। তাঁর এই নিঃস্বার্থ ত্যাগের জন্য তিনি জাতির আকাশে চির ভাস্বর হয়ে আছেন। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তোমার দ্বীনের খাদেম হিসাবে কবুল করে নাও। আমীন!!

১৮. আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ, পৃঃ ৪৭০-৭১।

১৯. প্রাক্ত, পৃঃ ৪৭০।

২০. প্রাক্ত, পৃঃ ৪৭১।

২১. মিল্লাতে মুসলিমার ঐতিহাসিক খিদমত, এপ্রিল ১৯৯৫ সাল, পৃঃ ১৪।

২২. আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ, পৃঃ ৪৭১।

২৩. মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ) জীবনী, সমাজ চিন্তা ও সাহিত্য কর্ম, পৃঃ ২৩৫।

২৪. আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ, পৃঃ ৪৭১, টাকা ১১।

২৫. মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ) জীবনী, সমাজ চিন্তা ও সাহিত্য কর্ম, পৃঃ ১১৯।

২৬. দৈনিক আজাদ, ঢাকাঃ ১১ই জুন ১৯৬০ সাল, পৃঃ ৩।